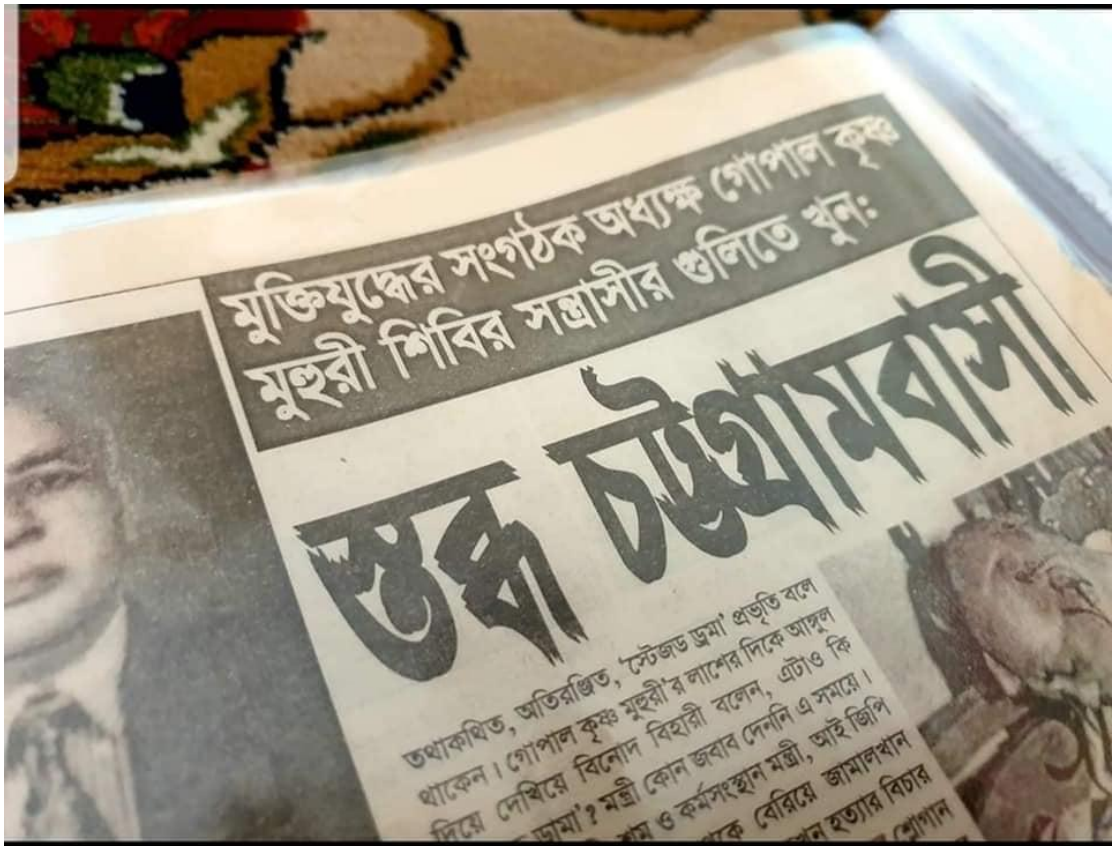

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ
মুহুরী শিবির সন্ত্রাসীর গুলিতে খুন:

শুদ্ধ চট্টগ্রামবাসী

তথাকথিত, অতিরঞ্জিত, 'স্টেজড ড্রামা' প্রভৃতি বলে
থাকেন। গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী'র লাশের দিকে আঙ্গুল
দিয়ে দেখিয়ে বিনোদ বিহারী বলেন, এটাও কি
ড্রামা'? মন্ত্রী কোন জবাব দেননি এ সময়ে।
ম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী, আই জিপি
কে বেরিয়ে জামালখান
ন হত্যার বিচার
শোগান

ঝালকাঠিতে পর্ণগ্রাফি মামলায় শিবির ক্যাডার গ্রেফতার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠিতে পর্ণগ্রাফি মামলায় শিবির ক্যাডার গ্রেফতারএক গৃহবধূর ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া ও চাঁদাবাজি মামলায় ঝালকাঠিতে আতিকুর রহমান নামের শিবির ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুরে শহরের ফায়ার সার্ভিস সড়ক থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মামলার বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে ঝালকাঠি শহরের সিটিপার্ক এলাকার চায়ের দোকানদার সোহাগ হাওলাদারের ঘরের ভেতর প্রবেশ করে সাংবাদিক নামধারী ছাত্র শিবিরের ক্যাডার আতিকুর রহমান ও অজ্ঞাত ২/৩ জন। এসময় সোহাগের স্ত্রী তার শিশুপুত্রকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আতিক ওই অবস্থায় গৃহবধূর ছবি তোলে। এসময় গৃহবধূর স্বামী ঘরে ছিলেন না। ছবিটি মুছে ফেলার জন্য গৃহবধূ সাংবাদিক আতিককে অনুরোধ করে। আতিক সুযোগ পেয়ে গৃহবধূকে তার সাথে অনৈতিক কাজের প্রস্তাব দেয়। এতে রাজি না হওয়ায় গৃহবধূর কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন আতিক।

রাতের মধ্যে দাবিকৃত টাকা না দিলে ছবিসহ পত্রিকায় সংবাদ এবং ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যান আতিক। বিষয়টি তাৎক্ষণিক গৃহবধূ তার স্বামীকে জানায়। স্বামী সোহাগ হাওলাদার রাত আটটার দিকে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে বসে আতিককে দুই হাজার টাকা দেন। বাকি টাকা পরে দেওয়ার কথা বলে চলে আসেন।

আতিক শনিবার সকালে বাকি আট হাজার টাকার জন্য সিটিপার্কে সোহাগের বাসায় এক লোক পাঠায়। টাকা না দিলে আবারো সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে সোহাগের স্ত্রী (ইতি বেগম) বাদী হয়ে শুক্রবার সকালে ঝালকাঠি থানায় পর্ণগ্রাফি আইনে একটি মামলা করেন।
ঝালকাঠি থানার ওসি মো. মাহে আলম বলেন, পর্ণগ্রাফি ২০১২ সালের আইনে আতিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে আতিককে জেল হাজতে প্রেরন করেছে।
ঝালকাঠির গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়, আতিকুর রহমান জামায়াতের সহযোগী সংগঠন ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তবে ছাত্র শিবিরে তার কোন পদ নেই। ৫ জানুয়ারি থেকে টানা তিন মাস শিবিরের বিভিন্নস্থানে নাশকতার ছবি তুলে ইন্টারনেটে সরবরাহ করার কাজ করতো আতিক।

শিবিরের বর্বরতা : ড্রিল মেশিন দিয়ে খুঁচিয়ে রগ কেটে রংপুরে যুবলীগ নেতাকে হত্যা

সিএলও আইন নিয়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগে তোলপাড় : আন্দোলনের প্রস্তুতি

জেলা

রাজশাহীতে পা হারানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মাসুদকে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক রাজশাহী

আপডেট: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ০২: ০৯

রাজশাহীতে শনিবার দিবাগত রাতে পিটিয়ে হত্যা করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদকে। | *ছবি: মাসুদের ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন বিনোদপুর বাজারে তাঁর ওপর হামলা হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় থানায় সোপর্দ করা হয়। এরপর হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ১২টার দিকে তিনি মারা যান।

নগরের বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মাসুদ পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে রাতে বিনোদপুর বাজারে মাসুদের ওপর হামলা হয়। পরে একদল শিক্ষার্থী তাঁকে প্রথমে মতিহার থানায় নিয়ে যান। কিন্তু মতিহার থানায় ৫ আগস্টের সহিংসতার কোনো মামলা নেই। তাই তাঁকে বোয়ালিয়া থানায় আনা হয়, যেন তাঁকে কোনো সহিংসতার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

বুধবার

রাজকূট

মূল কাগজের সঙ্গে রাজনীতিবিষয়ক ম্যাগাজিন 'রাজকূট'সহ

আজ ৩২ পৃষ্ঠা

ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ | ২৮ মাঘ ১৪১৬ | ২৪ সফর ১৪৩১ | বর্ষ ১ | সংখ্যা ৭২ | দ্বিতীয় সংস্করণ

www.kalerkantho.com

আংশিক নয় পুরো সত্য

কালের কণ্ঠ

পৃষ্ঠা ১১ ▸ সমাপনীটা হলো আরো জমকালো

দাম ৮ টাকা

আবার শিবিরের নৃশংসতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীকে খুন করে ম্যানহোলে নিক্ষেপ

সন্ত্রাসের বলি

শিবিরের হামলায় নিহত ফারুক হোসেন

রাজশাহী অফিস ▸

'মা, আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো'—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ফারুক হোসেন গত সোমবার রাতে ফোনে তাঁর মাকে বলেছিলেন এ কথা। বাবাকে বলেছিলেন, 'এই তো আর ক'টা দিন। অনার্স পাস করেই বিসিএস দেব। আমাদের আর অভাব থাকবে না।'

রাত পেরিয়ে ভোর হতেই ফারুকের এ স্বপ্ন মিশে যায় ম্যানহোলের আবর্জনায়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমীর আলী হলের দক্ষিণ দিকের একটি ম্যানহোলে পাওয়া যায় তাঁর লাশ।

হামলা থেকে বাঁচতে শাহ মখদুম হলের (এসএম) টিভি কক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন ফারুকসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী। রাত ২টার দিকে শিবিরের ২০-২৫ জন ক্যাডার চাইনিজ কুড়াল ও রামদা নিয়ে টিভি কক্ষে ঢুকে তাদের এলোপাতাড়ি কোপায়। এতে ফারুক নিহত হন।

গত সোমবার রাত থেকে গতকাল ভোর পর্যন্ত এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। শিবিরের হামলায় পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সোমবার রাতভর থেমে থেমে অসংখ্য গুলির শব্দ শোনা যায়। এ ▸▸ পৃষ্ঠা ২ ক. ৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ নিয়ে পুরো এক পাতা— 'ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস' ▸ পৃষ্ঠা ২৩

শিবিরের রগ কাটার রাজনীতি শুরু হয় চট্টগ্রামে;

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থার দৃষ্টিতে শিবির সন্ত্রাসী সংগঠন ▸ পৃষ্ঠা ২৪

ছবি : নজরুল ইসলাম জুলু

কুপিয়ে, রগ কেটে, হাত-পা ভেঙে ফারুক হোসেনকে হত্যার পর ম্যানহোলে ফেলে যায় শিবির ক্যাডাররা।

পুঠিয়ায় বাসের ধাক্কায় এই পিকআপ উল্টে নিহত হন আর্মড পুলিশের ছয় সদস্য।

ছবি : কালের কণ্ঠ

সংঘর্ষ থামাতে যাওয়ার পথে নিজেরাই লাশ

রাজশাহী অফিস ▸

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির-ছাত্রলীগের সংঘর্ষ সামাল দিতে বগুড়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাচ্ছিলেন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একদল সদস্য। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা বাসের ধাক্কায় উল্টে গেল তাঁদের বহনকারী পিকআপ ভ্যান। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন পাঁচ আর্মড পুলিশ সদস্য। পরে হাসপাতালে মারা যান আরো একজন। নিহতরা হলেন হাবিলদার শাহিন, ফিরোজ হোসেন, আমিনুর রহমান, শফিকুল ইসলাম এবং কনস্টেবল নাজমুল ও হাফিজার রহমান। রাজশাহী ও নাটোরের মাঝামাঝি পুঠিয়ার টকিয়া ডালানের মোড় এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হন আরো ২৫ আর্মড পুলিশ সদস্য। পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক মোখলেছুর রহমান রাত ৮টায় কালের কণ্ঠকে জানান, লাশগুলো নাটোর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখান থেকে বগুড়ায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে নেওয়া হবে এবং পরে পরিবারের কাছে লাশগুলো হস্তান্তর করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিভাগীয় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সদস্য

▸▸ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৪

চৈতীর প্রিয় বাবা আর ফিরবেন না ▸ পৃষ্ঠা

মায়ের দেওয়া প্রিয় শার্ট রক্তে রঞ্জিত

আলমগীর চৌধুরী, জয়পুরহাট ▸

মায়ের দেওয়া লাল চেক শার্টটি ফারুকের খুব পছন্দের ছিল। নিজের জন্য শাড়ি না কিনে মা তাকে টাকা দিয়েছিলেন। সেই শার্টটি পরেই ফারুক চিরবিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে। শার্টের লাল রং ছাপিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তাঁর দেহে পড়া শরীরের রক্তের দাগ।

বর্গাচাষি বাবা ফিরোজ হোসেন একমাত্র ছেলের জন্য টাকা জমান। বাড়ির নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ থেকেও বাঁচিয়ে পড়াতে ভোলেন না। ছেলে মেধাবী, স্কুলে সব সময় প্রথম হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে পেয়েছে জিপিএ-৫

কাউন্সিলর আহাম্মদ

বাদামতলীতে চাল ব্যবসায়ী, খিলগাঁওয়ে বৃদ্ধাকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▸

রাজধানীতে তিনটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বংশালে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাজি আহাম্মদ হোসেন। দুপুরে অস্ত্রধারী ছয় সন্ত্রাসী গুলি করে ব্যবসায়ী আফিল উদ্দিনকে হত্যা করে। সোমবার গভীর রাতে একদল ডাকাত ৮০ বছরের বৃদ্ধা

কাউন্সিলর আহাম্মদ ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ হয়। ঘটনা জেনে ছুটে যান বিরোধী মিয়া, মেয়র সাদেক মির্জা আব্বাস, আমানসহ বিএনপি ঘটনায় ক্ষোভ রাতে সোয়া

অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ হত্যার মিশনে পাঁচ শিবির ক্যাডার

শিবির ক্যাডার আজম, বাইট্টা আলমগীর ও তসলিম উদ্দিন মন্টু

আবদুল্লাহ আল মামুন, চট্টগ্রাম

প্রকাশ: ০৬ অক্টোবর ২০২০ | ০৮:১৪ | আপডেট: ০৬ অক্টোবর ২০২০ | ০৯:০৮

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর। সকাল সাড়ে ছয়টা। চট্টগ্রাম নগরের জামালখান রোডের শাওন ভবন। ভবনটির দ্বিতীয় তলায় থাকতেন নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী। তার বাসার গলির মুখে তিন চাকার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার ছোট্ট সাইফুল। বাসার দরজায় অস্ত্র হাতে পাহারায় ছিল তসলিম উদ্দিন মন্টু। বাসায় ঢোকে দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার গিট্টু নাছির, আজম ও বাইট্টা আলমগীর। সিঁড়িতেই দেখা হয় গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর স্ত্রী উমা মুহুরীর সঙ্গে। তার কাছে জানতে চায়, 'আমাদের স্যার কোথায়?'।

শব্দ শুনে দরজা খুলে সোফায় এসে বসেন গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী। কে এসেছে জানতে চান। তাৎক্ষণিক গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মাথা লক্ষ্য করে একে ৫৬ রাইফেল থেকে পরপর দুইটি গুলি করে গিট্টু নাসির। সেদিন এভাবেই গিট্টু নাছিরসহ শিবিরের দুর্ধর্ষ পাঁচ ক্যাডারের হাতে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, দক্ষ প্রশাসক, শিক্ষাবিদ ও জনপ্রিয় শিক্ষক গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী।

বাংলাদেশ

অধ্যাপক ইউনুস হত্যা: পুনর্বিচারে সাজা কমল ২ জঙ্গির

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

আপডেট: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ০৬: ০০

অধ্যাপক ইউনুস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ইউনুস হত্যা মামলার পুনর্বিচারের রায়ে জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) দুই সদস্যের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক। একই সঙ্গে তাদের ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক গোলাম আহমেদ খলিলুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন শীর্ষ জঙ্গি সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাইয়ের বড় ভাই রফিকুল ইসলামের জামাতা শহিদুল্লাহ মাহাবুব। তার বাড়ি নওগাঁ জেলার সদর থানার সারকডাঙ্গা গ্রামে। অপরজন হলেন শফিউল্লাহ ওরফে তারেক ওরফে আবুল কালাম। তার বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার ইটাগাছা গ্রামে। রায় ঘোষণার সময় তারা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌশলী এনতাজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ২০১০ সালে ২৮ জানুয়ারি এই মামলার রায় ঘোষণার সময় রাজশাহী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এই দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের তৎকালীন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছেদ এ রায় ঘোষণা করেন। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় অপর ছয় আসামিকে তখন খালাস দেওয়া হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে দুই আসামি হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ডের রায় স্থগিত করে পুনর্বিচারের আদেশ দেওয়া হয়। পুনর্বিচারে আগের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো বাছাই করে দুই আসামির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

দৈনিক ইত্তেফাক

রাবিতে দুই ছাত্রলীগ কর্মীর হাত-পায়ের রগ কর্তন

রাবি সংবাদদাতা

প্রকাশ : ২৯ এপ্রিল ২০১৪, ২৩:১১

টগর

মাসুদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালিয়ে দুই জনের হাত-পায়ের রগ কেটে দিয়েছে শিবির। মাসুদ হাসান নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর দুই পায়ের পাতা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া তার সাথে থাকা ছাত্রলীগের ছাত্র-বৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক টগর মোহাম্মদ সালেহীর হাত-পায়ের রগ কেটে দিয়েছে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত দুই জনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়। মাসুদ ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। টগর ফোকলোর বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রলীগ। ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সোয়া ৮টার দিকে ক্লাসে যোগ দিতে টগর ও মাসুদ হবিবুর রহমান হলের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা শিবির ক্যাডাররা অতর্কিত ককটেল ফাটিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। এ সময় শিবির ক্যাডাররা তাদের উপর্যুপরি কুপিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এতে মাসুদের দুটি পায়ের পাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং টগরের দুই হাত-পায়ের রগ কেটে যায়। এছাড়া ম?াসুদের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স বিভাগের প্রধান বি কে দাস বলেন, মাসুদের ডান পা গোড়ালি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে ছিল। ডান হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত মারাত্মকভাবে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। ডান হাতেও জখম রয়েছে। দুই হাতেরই রগ কেটে গেছে। টগরের দুই হাত ও দুই পায়ে কুপিয়ে রগ কেটে দেয়া হয়েছে। তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। এদিকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়ার প্রতিবাদে দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রলীগ। পরে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন তুহিন। সমাবেশ থেকে হামলাকারী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানানো হয়। একই দাবিতে আজ বুধবার বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রক্টর প্রফেসর তারিকুল হাসান বলেন, আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে হামলার সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়া ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শিবিরের প্রতিবাদ এদিকে মাসুদ ও টগর-এর উপর হামলার সাথে ছাত্রশিবির জড়িত নয় বলে দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। গতকাল বিকেলে ই-মেইলে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক লাবিব আব্দুল্লাহ বলেন, এই ঘটনার সাথে শিবিরের কোন ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। তারা এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি জড়িত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। মাসুদের অবস্থা আশঙ্কাজনক রাজশাহী অফিস জানায়, আহত মাসুদ হাসান ও টগর মোহাম্মদ সালেহীকে গতকাল বিকালে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান জানান, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তাদের শরীরে অস্ত্রোপচার চলছিল। চিকিতসকের বরাত দিয়ে তিনি জানান, মাসুদের ডান পা গোড়ালি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তিনি এখনও আশঙ্কামুক্ত নন। যে কারণে হামলা পুলিশ এবং ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো বলছে, মাসুদ ও সালেহ উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হলের আবাসিক ছাত্র। গত শনিবার রাত ১২টার দিকে হলের ২২১ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র এবং ওই হল শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ওয়ালিউল্ল¬াহকে হলের ১০৫ নম্বর কক্ষে বেধড়ক পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করার ঘটনায় মাসুদ হাসানের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওই ঘটনার পর থেকেই প্রতিশোধ নিতে শিবিরের একাধিক ক্যাডার গ্রুপ প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ওই ঘটনার জের ধরেই এই হামলা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িত সন্দেহে আটক ১৫ এদিকে এই রগ কাটার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নগরীর মতিহার থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ শিবির নেতাকর্মীকে আটক করেছে। তবে আটকৃতদের নাম-পরিচয় জানানো হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মতিহার থানার ওসি আলমগীর হোসেন।

কেন খুন হলেন অধ্যাপক রেজাউল?

মেহেদী হাসান || *রাইজিংবিডি.কম*

প্রকাশিত: ১১:০৬, ২৩ এপ্রিল ২০১৬ আপডেট: ০৫:২২, ৩১ আগস্ট ২০২০

রাবি প্রতিনিধি : আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষককে খুন করা হলো। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রাজশাহী মহানগরীর শালবাগানের বটতলা মোড় এলাকায় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগ নেতার রগ কাটল শিবির!

নিজস্ব প্রতিবেদক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, রাজশাহী

আপডেট: ২২ আগস্ট ২০১৩, ১৪: ২১

এস এম তৌহিদ আল হোসেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিনের ওপর আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হামলা চালিয়েছে 'ছাত্রশিবির'। হামলাকারীরা তাঁর দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দিয়েছে। তুহিনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর তার অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

ছাত্রলীগ ও ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমীর আলী হলে ছাত্রলীগের আলোচনা সভা ছিল। ওই কর্মসূচি শেষে করে রাত ১০টার দিকে পাঁচ-সাতজন নেতা-কর্মীসহ মাদার বখশ হলের দিকে যাচ্ছিলেন তুহিন। এসময় ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। অন্ধকারে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুহিনের দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেয়। তাদের অস্ত্রের আঘাতে তুহিনের ডান কানের কাছে বড় রকমের জখম হয়েছে। একই সময় গুলি করে এবং ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। তাদের ছোঁড়া গুলি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সমাজসেবা সম্পাদক শাওনের ডান বাহুতে লাগে। গুলি বাহুর একপাশ থেকে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে।খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তুহিন ও শাওনকে সরাসরি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাদের দুইজনের অস্ত্রোপচার চলছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তুহিনের অবস্থা গুরুতর।অস্ত্রোপচার কক্ষে ঢোকার আগে শাওন উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'তাদের সঙ্গে পাঁচ থেকে ছয়জন ছিলেন।

আহত ছাত্রলীগ নেতা শাওন

শিবিরের হামলায় কমবেশি সবাই আহত হয়েছে।'ছাত্রলীগ সভাপতি মিজানুর রহমান প্রথম আলো ডটকমের কাছে দাবি করেন, 'রাতের অন্ধকারে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা তুহিনের ওপর হামলা চালিয়ে তার হাত পায়ের কেটেছে।'অভিযোগের বিষয়ে জানতে ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশরাফুল আলম ও প্রচার সম্পাদক জিয়াউদ্দিন হাসিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর তারিকুল হাসান জানান, 'আমরা ঘটনাটি শুনেছি। বর্তমানে ক্যাম্পাসে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।' গত ২০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কাউন্সিলের মাধ্যমে মিজানুর রহমানকে সভাপতি এবং এস এম তৌহিদ আল হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তুহিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী।